তারিখ ... 05 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা 22 ... কলাম ... 6 ...

সংবাদ

চরফ্যাশনে দুই অধ্যক্ষের দ্বন্দ্ব দুর্ভোগে ১৩শ' পরীক্ষার্থী

শহিদুল ইসলাম জামাল, চরফ্যাশন (ভোলা)

চরফ্যাশন উপজেলা সদর ছেড়ে ১০ কি. মি. দূরত্বে শশীভূষণ থানার বেগম রহিমা ইসলাম কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষা দিচ্ছে চরফ্যাশন সরকারি কলেজ ও ফাতেমা মহিন মহিলা কলেজের ১৩শ' এইচএসসি পরীক্ষার্থী। বিশাল সংখ্যক শিক্ষার্থীর আসন ব্যবস্থায় হিমশিম খাচ্ছে রহিমা ইসলাম কলেজ কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি পরীক্ষার দিন সকালে কেন্দ্রমুখী শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরাও যানবাহন সংকটে হিম-শিম খাচ্ছে। যানবাহন সংকটের কারণে গত রোববার বাংলা প্রথমপত্র পরীক্ষার দিনে অনেক শিক্ষার্থী নির্ধারিত সময়ে অনেক পরে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছতে হয়েছে।

জানা গেছে, বিগত বছরগুলোতে উপজেলা সদরে দু'টি কেন্দ্র ছিল। একটি চরফ্যাশন সরকারি কলেজ কেন্দ্র এবং অপরটি চরফ্যাশন ফাতেমা মতিন মহিলা কলেজ কেন্দ্র। সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীরা মহিলা কলেজ কেন্দ্রে এবং মহিলা কলেজের শিক্ষার্থীরা সরকারি কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষা দিয়ে আসছিল। দুই কলেজের অধ্যক্ষদ্বয় চরফ্যাশন উপজেলা আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা। এই দুই অধ্যক্ষের 'মানসিক' দ্বন্দ্বের কারণে গত বছর ফাতেমা মতিন মহিলা কলেজ কেন্দ্রে দফায় দফায় হামলা, ভাংচুর ও মামলার ঘটনা ঘটেছে। ওই ঘটনার জের ধরে এবছর দু'টি কলেজের শিক্ষার্থীদের কেন্দ্র বদল করে শশীভূষণ থানার বেগম রহিমা ইসলাম কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কেন্দ্রটি উপজেলা সদর থেকে ১০কিমি দূরে এবং রাস্তাও বেহাল দশায়। চরফ্যাশন সরকারী কলেজের পরীক্ষার্থী সংখ্যা ৭শ' ৯০ এবং মহিলা কলেজের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১শ' ৭২ জন। এই দুই কলেজের পরীক্ষার্থীসহ বেগম রহিমা ইসলাম কলেজ কেন্দ্রে এ বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১৩শ' ১৪ জন। বিশাল সংখ্যক পরীক্ষার্থী সামাল দিতে বেগম রহিমা ইসলাম কলেজ কেন্দ্রের সাথে আরো দুটি ভেন্যু নেয়া হয়েছে। একটি হচ্ছে শশীভূষণ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং অপরটি এ মালেক দাখিল মাদ্রাসা। দাখিল মাদ্রাসা কেন্দ্র জরাজীর্ণ থাকায় সামান্য ঝড় বৃষ্টি হলে পরীক্ষার্থীদের কি দশা হবে এ নিয়ে উদ্বেগের শেষ নেই অভিভাবকদের মধ্যে। প্রথম পরীক্ষার দিনে ঝড়ো বাসাতে ভেসে আসা রাস্তার ধুলাবালিতে পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র ছেড়ে গেছে। চোখ বন্ধ হওয়ার দশা হয়েছে। পরীক্ষা শেষে ঘন্টার ঘন্টার পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের যানবাহনের জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। খোঁজ নিয়ে জানাগেছে, দুই প্রতিষ্ঠান প্রধানের দ্বন্দ্বের জের ধরে বড় দু'টি প্রতিষ্ঠানের ১৩শ' শিক্ষার্থীকে শশীভূষণ কেন্দ্রে নেয়ার পর ফাতেমা মহিন মহিলা কলেজ কেন্দ্রে এখন ৪শ' ২২ জন এবং চরফ্যাশন সরকারি কলেজ কেন্দ্রে ২শ' ৩৫ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছে। এসব শিক্ষার্থীরা উপজেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের। যারা আগেও এ দু'টি কেন্দ্রে পরীক্ষা দিয়ে আসছিল।

উপজেলা সদরে কয়েক হাজার পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা নেয়ার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকার পরও দুই অধ্যক্ষের দ্বন্দ্বের কারণে উপজেলা সদরের শিক্ষার্থীদের ১০ কিমি দূরত্বের লোকালয়ে গিয়ে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। ফলে পরীক্ষার দিনে পরীক্ষার্থী, অভিভাবক এবং সাধারণ পথচারীদের যানবাহন সংকটে হিমশিম খেতে হচ্ছে। অভিভাবকদের অভিযোগ, দুই অধ্যক্ষের দ্বন্দ্বের খেসারত সাধারন শিক্ষার্থীরা দিচ্ছে কেন?

দুই অধ্যক্ষের দ্বন্দ্বের কারনে এইচ এস সি পরিক্ষার কেন্দ্র শশীভূষন চলে যাওয়া প্রসংগে সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ কায়সার আহম্মেদ দুলাল বলেন,আমাদের দ্বন্দ্বের কারনে কথাটা ঠিক না । বোর্ড কতৃপক্ষ তাদের সুবিধা মতো রাহিমা ইসলাম কলেজে এইচ এস সি পরিক্ষার কেন্দ্র চালু করেছে এতে আমাদের কোন হাত নেই।